একটু নিবিষ্টভাবে কান পেতে শুনলেই অনুভব করা যাবে, মাঝে মাঝে উপযতিলোপের ফলে এই তিন দৃষ্টান্তে, বিশেষতঃ তৃতীয়টিতে, পর্বের গতিভঙ্গিতে কেমন বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে।

৫। **অণুযতিলোপ**—সব রীতির ছন্দে অণুযতি বা দলযতি লুপ্ত হয় না। আবার কোনো বিশেষ রীতির ছন্দ, প্রধানতঃ অণুযতিলোপের উপরেই নির্ভর করে। যথাস্থানে তা দেখানো যাবে। এখানে অণুযতি-লোপের নমুনা হিসাবে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

আ·কাশ্ : ত·বু। সু·নীল্ : থা·কে ॥ ম·ধুর্ : ঠে·কে। ভো·রের্ : আ·লো,
ম·রণ্ : এ·লে। হ·ঠাৎ : দে·খি ॥ ম·রার্ : চে·য়ে। বাঁ·চাই্ : ভা·লো।

—ক্ষণিকা, বোঝাপড়া

এই দৃষ্টান্তে শব্দান্ত্য অণুযতি সর্বত্রই ঊহ্য আছে, লুপ্ত হয়নি। বাকি সব অণুযতিই সুব্যক্ত। অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে চোদ্দ দলের পরে চোদ্দটি অণুযতি আছে। এটাই এই ছন্দোরীতির একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। অধিকন্তু এই দৃষ্টান্তে উপযতিও কোথাও লুপ্ত হয়নি। তবে এজাতীয় ছন্দে উপযতি প্রায়শঃই লুপ্ত হয়ে থাকে এবং তাতে পর্বের গতিবৈচিত্র্য বৃদ্ধির সহায়তাই হয়।

এবার অন্য রীতির দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১. চিত্.র.গুপ্.ত। হে.সে ব.লে ॥ 'ব.ড় শক্.ত। বু.ঝা,
যা.রে ব.লে। ভা.লো.বা.সা ॥ তা.রে ব.লে। পূ.জা'।

—চৈতালি, পুণ্যের হিসাব

২· এ-ক্ দি-ন্। এ-ই্ দে.খা ॥ হ.য়ে যা·বে। শে-ষ্
প·ড়ি·বে ন : য়-ন্ 'প.রে ॥ অন্.তি-ম নি : মে-ষ্।

—চৈতালি, দুর্লভ জন্ম

এই দুই দৃষ্টান্তই এক রীতির ছন্দে রচিত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে দুটি লঘুযতি (ত্রিবিন্দুদণ্ড-চিহ্নিত) লুপ্ত হয়েছে। অণুযতিলোপের চিহ্ন হাইফেন (-)।

একটু মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যাবে, প্রথম দৃষ্টান্তের দুই পঙ্‌ক্তিতেই চোদ্দ দলের পরে চোদ্দটি অণুযতি আছে। একটিও লুপ্ত হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে দশটি অণুযতি সুব্যক্ত আর চারটি অণুযতি লুপ্ত, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে এগারোটি অণুযতি সুব্যক্ত আর তিনটি লুপ্ত। অথচ কানের বিচারে বোঝা যায়—(১) দুই দৃষ্টান্তের ধ্বনিশ্রুতিতে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই, তাছাড়া (২) দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের দুই পঙ্‌ক্তিতে লুপ্ত ও অলুপ্ত অণুযতি-সংখ্যায় সমতা না থাকা সত্ত্বেও ওই দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যেও ধ্বনিসাম্য বজায় আছে—কোথাও কানে খটকা লাগে না। কেমন করে এই সমতা রক্ষিত হয় তা বোঝানো যাবে ছন্দের রীতি-বিচার-প্রসঙ্গে।

এ প্রসঙ্গে আর-একটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে অণুযতিলোপ ঘটেছে শুধু শব্দের শেষাংশেই, অন্যত্র নয়।

এবারে আর-এক রীতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

Scanned by CamScanner

৩। সূ-র্য চ : লে-ন্ ধী-রে ॥ স-ন্-ন্যা-সী। -বে-শে
প-শ্-চি-ম্। ন-দী-তী-রে ॥ স-ন্-ধ্যা-র্। দে-শে
ব-ন, প-থে। প্রা-ন্-ত-রে ॥ লু-ণ্-ঠি-ত। ক-রি
গ-ই-রি-ক্। গো-ধূ-লি-র ॥ ম্লা-ন উ-ৎ : ত-রী।

—চিত্রবিচিত্র, তপস্যা

উক্ত দ্বিতীয় রীতির 'এক দিন এই দেখা' ইত্যাদি দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের ন্যায় এই দৃষ্টান্তেও কোনো-কোনো স্থলে অণুযতি লুপ্ত হয়েছে, অন্যত্র হয়নি। তাছাড়া, বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে লুপ্ত এবং অলুপ্ত অণুযতির সংখ্যাতেও সমতা নেই। কিন্তু উক্ত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের সঙ্গে এই দৃষ্টান্তের একটি গুরুতর পার্থক্যও আছে। ওই দৃষ্টান্তে শব্দের শেষাংশ ছাড়া অন্যত্র অণুযতি লুপ্ত হয়নি, কিন্তু এই দৃষ্টান্তে শব্দের শুধু অন্তে নয়, আদিতেও অণুযতি লুপ্ত হয়েছে। তাই এই দৃষ্টান্তের শ্রুতিরূপেও অনুভবগম্য পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এর কারণ কি, তাও বোঝানো যাবে ছন্দের রীতিবিচার-প্রসঙ্গে। তার পূর্বে প্রয়োজন পর্বের দল-বিভাগের পরিচয় দেওয়া।

পর্বের দল-বিভাগ ও দলের রূপভেদ

পূর্বে বলা হয়েছে, পর্বের আকৃতি ও প্রকৃতির দ্বারাই রচনাবিশেষের ছন্দোবৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয়। পর্বের আকৃতি ও প্রকৃতি নিরূপণ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পর্বের উপাদান নিরূপণ করা। বলা বাহুল্য, ছন্দের পর্ব গঠিত হয় বাক্যভুক্ত কয়েকটি ধ্বনিখণ্ড নিয়ে। বাক্‌যন্ত্রের এক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনিখণ্ডকে ইংরেজিতে বলা হয় 'সিলেব্‌ল্'। সিলেব্‌ল্-এর বাংলা পারিভাষিক নাম **দল**। যেমন—'দল্', 'ছন্-দ', 'ছান্-দ-সিক্', এই তিনটি শব্দে আছে যথাক্রমে একটি, দুটি ও তিনটি দল। তাই এই শব্দগুলিকে যথাক্রমে **একদল** (monosyllabic), **দ্বিদল** (dissyllabic) ও **ত্রিদল** (trisyllabic) বলে বর্ণনা করা যায়।

দলের রূপভেদ ও ছন্দপ্রয়োগে দলের গুরুত্ব নিরূপণের পূর্বে বাংলা স্বরবর্ণের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। কেননা, স্বরবর্ণই হচ্ছে দলের মূল উপাদান।

বাংলা স্বরবর্ণের প্রকৃতি—এ সম্পর্কে প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বাংলায় সংস্কৃতের মতো স্বরবর্ণের নিত্যহ্রস্ব ও নিত্যদীর্ঘ ভেদ নেই। বাংলায় সব স্বরবর্ণই সাধারণতঃ হ্রস্বরূপে উচ্চারিত হয়। আবার অবস্থাবিশেষে সব স্বরবর্ণই দীর্ঘ রূপেও উচ্চারিত হতে পারে। বাংলায় ঈ এবং ঊ-কে দীর্ঘ বলা হলেও উচ্চারিত হয় হ্রস্বরূপেই। অর্থাৎ উচ্চারণের বিচারে ঈ এবং ঊ বর্ণ যথাক্রমে ই এবং উ বর্ণের লিখিত রূপভেদ মাত্র। যেমন, বাংলায় আদি ও নদী শব্দের দি ও দী দলের উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই। নদী শব্দের দী দলটি আদি শব্দের দি দলের মতো হ্রস্বরূপেই উচ্চারিত হয়। তেমনি, বধূ শব্দের 'ধূ' দল মধু শব্দের 'ধু' দলের মতোই হ্রস্ব।

বাংলা স্বরবর্ণের রূপভেদ—বাংলায় মূল স্বরবর্ণ ছয়টি—অ আ, ই উ, এ ও। এই ছয়টি স্বনির্ভর পূর্ণস্বর (complete vowel)। অর্থাৎ, এই ছয়টি অন্য

Scanned by CamScanner